সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫১
WEEKLY BOOKLET:451

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"কথাবার্তার আদব" থেকে তৃতীয় অংশের নাম করণ

সাবধানে কথা বলুন!

কুকুরের আকৃতি ধারণকারী ০৩
অশ্লীল কথার সংজ্ঞা ০৩
উপদেশ সম্বলিত ৫০টি অসাধারণ বিষয় ০৮
অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেল ১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সাবধানে কথা বলুন!(১)

দোয়ায়ে আত্তার! হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা "সাবধানে কথা বলুন" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সব সময় সাবধানে কথা বলার ও আমলের সংশোধন করার তাওফিক দান করো এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে তার মা-বাবার সাথে বিনা হিসাবে প্রবেশ করাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই লোক কোন মজলিসে বসে আর সেটাতে না আল্লাহ পাকের যিকির করে আর না তাঁর প্রিয় রাসূল (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর দরূদ পড়ে কিয়ামতের দিন ঐ মজলিস তার জন্য অনুশোচনার কারণ হবে। আল্লাহ পাক যদি চান, তাকে আযাব দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। (তিরমিযী, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বিষয়গুলো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "কথাবার্তার আদব" এর ৩৭-৫১ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

অহেতুক কথাবার্তার ব্যাপারে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

অহেতুক কথা (অর্থাৎ বেহায়াপনা সম্পন্ন আলোচনা) মানুষকে লাগামহীন (তথা বিয়াদব ও ভয়হীন) করে তুলে এবং এটার সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো এটি যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোককে পছন্দ করেন না এবং অহেতুক আলাপকারীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, এই ব্যাপারে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করুন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন:

(১) অহেতকু কথাবার্তা (অর্থাৎ বেহায়াপনামূলক আলোচনা) হলো অসৎ চরিত্রের একটা শাখা আর অসৎ চরিত্র জাহান্নামে (নিয়ে যাওয়ার মত) কাজ। (তিরমিযী, ৩/৪০৬, হাদীস: ২০১৬)

(২) অসৎ কার্যাদি ও অসৎ কথাবার্তা (অর্থাৎ নির্লজ্জতার) সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। (মুসনদে আহমদ বিন হাম্বল, ৭/৪৩১, হাদীস: ২০৯৯৭)

(৩) অশ্লীলতা ও খারাপ ভাষাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। (মুসলিম, ৯২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৬৫৯)

(৪) অহেতুক কথাবার্তা যদি মানুষের রূপ ধারণ করতো তবে অসৎ লোকের রূপ ধারণ করতো। (আস সামতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুআতি, ৭/২০৬, হাদীস: ৩৩১)

অশালীন ভাষা একটি মারাত্মক ব্যাধি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আহনাফ বিন কাইস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার লোকদেরকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট রোগের ব্যাপারে বলব না? লোকেরা বলল: অবশ্যই, তিনি বললেন: মন্দ চরিত্র আর অশালীন ভাষা হলো সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ব্যাধি। (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াল ওয়ালিদাইন, পৃ: ৩৮৩)

হে মুস্তফার পালনকর্তা! মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর লজ্জাশীলতার সদকায় আমাদেরকে অশালীন ভাষা ও বেহায়াপনামূলক কার্যাদি থেকে হেফাযত করো।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কুকুরের আকৃতি ধারণকারী

হযরত ইব্রাহিম বিন মাইসারা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, কথিত আছে: "যে অশালীন কথা (অর্থাৎ নির্লজ্জতামূলক কথাবার্তা) বলে কিয়ামতের দিন সে কুকুরের আকৃতিতে আসবে।"

(আস সামতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া মাআ মাওসুআতি, ৭/২০৫, ক্বওল নাম্বার: ৩২৯)

অশ্লীল কথার সংজ্ঞা

কতই সৌভাগ্যবান ঐ ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! যারা শুধুমাত্র ভালো কথার জন্য জিহ্বাকে ব্যবহার করে আর খুব বেশি বেশি "নেকীর দাওয়াত" মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে থাকে। আফসোস! বর্তমানে এরকম মানুষের বৈঠকই খুব কম (GATHERINGS) হয়ে থাকে যারা অশ্লীল কথা থেকে পবিত্র এমনকি ইসলামী পোশাকদারী ব্যক্তিদেরও অনেক সময় দেখা যায় যে, তারাও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে না, হয়তো সাধারণ লোকেরা এটা জানে না যে, অশ্লীল (অর্থাৎ অযথা) কথাবার্তা কাকে বলে? কাজেই শুনুন! অশ্লীল কথার সংজ্ঞা: اَلتَّعۡبِیۡرُ عَنِ الۡاُمُوۡرِ الۡمُسۡتَقۡبَحَۃِ بِالۡعِبَارَاتِ الصَّرِیۡحَۃِ অর্থাৎ লজ্জাজনক কথা ও কাজের কথা স্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করা। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৫১) সুতরাং ঐ যুবক যে বিশেষ চাহিদা" পূরণের জন্য অশ্লীলতা অর্থাৎ নির্লজ্জকর কথাবার্তা বলে বরং শুধুমাত্র শুনে,

মনের তৃপ্তি মেটায়, বিশ্রী গালিগালাজকারী,, অশ্লীল ভঙ্গি ইশারা ইঙ্গিতকারী, এসব বিশ্রী ইঙ্গিত উপভোগকারী এছাড়া কুপ্রবৃত্তির স্বাদ লাভের জন্য সিনেমা-নাটক (যেগুলো সাধারণত বেহায়াপনামূলক হয়ে থাকে) এসব যারা দেখে একটি হৃদয়গ্রাহী রেওয়ায়েত বার বার পড়ুন আর খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন, যেমন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম যে অশ্লীল (অর্থাৎ নির্লজ্জকর কথা বা কাজ) দ্বারা কাজ আদায় করে থাকে।" (সিরাজু মুনীর শরহে জামে সগীর, ৩/৮৪) (আস সামতু, ৭/২০৪, হাদীস: ৩২৫) পরনারী ও সুন্দর বালকদের ব্যাপারে আগত নোংরা খেয়ালের প্রতি মনোযোগ স্থির করা, জেনে-বুঝে অশ্লীলতার জগতের ধ্যানে নিজেকে বিভোর রাখা আর مَعَاذَ الله "অশ্লীল কর্মকান্ডের কল্পনার মাধ্যমে স্বাদ উপভোগকারীদের বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

آئیں نہ مجھ کو وَسوسے اور گندے خیالات
اللہ! نکل جائے ہر اِک دل سے بُری بات

আয়ে না মুঝ কো ওয়াসওয়াসে আওর গান্দে খিয়ালাত
আল্লাহ! নিকাল জায়ে হার ইক দিল সে বুরি বাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম কথা বলার ৮টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে এবং উৎফুল্লমনে কথাবার্তা বলা সুন্নাত।

(২) কথাবার্তা বলার সময় ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ আর বড়দের বড়দের সাথে শিষ্টাচারমূলক আচরণ বজায় রাখুন اِنْ شَآءَ الله আপনি উভয়ের মাঝে সমাদৃত হবেন।

www.dawateislami.net

(৩) চিৎকার করে করে কথা বলা সুন্নাত নয়।

(৪) কথাবার্তার মাঝখানে একে অপরের হাতে হাত তালি দেয়া ঠিক নয় কেননা এটি ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তির আচরণের বিপরীত।

(সীরাতুল জিনান, ৭/৫০২-৫০৩)

(৫) কথা বলার সময় অন্যের সামনে বার বার নাকের ময়লা পরিষ্কার করতে থাকা, নাক বা কানে আঙ্গুল দেওয়া, থুথু ফেলতে থাকা, শরীরের ময়লা বের করা, সতরের স্থান স্পর্শ বা চুলকানো ভালো কাজ নয়, বিনা প্রয়োজনে একাকীও একাজগুলো করা উচিত না।

(৬) যতক্ষণ পর্যন্ত অপর একজন কথা বলছে ঐ সময় এদিক সেদিক দেখার পরিবর্তে তার দিকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে তার কথাগুলো শোনা উচিত, কথার মাঝখানেও বলা উচিত নয়, কেননা কথার মাঝখানে কারো কথা কেটে বলাটা আদবের বিপরীত। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কথা কাটতেন না তবে যদি কেউ সীমা অতিক্রম করা শুরু করল তাকে থামিয়ে দিতেন অথবা উঠে চলে যেতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, পৃ:২০০)

(৭) যে থেমে থেমে কথা বলে বা তোৎলার অনুপস্থিতে তার নকল করবেন না কেননা এটা গীবত আর তার সামনে তাকে ব্যঙ্গ করা তার অন্তরে কষ্ট দেওয়ারও কারণ হয়।

(৮) বেশি কথা বলা ও কথাবার্তার মাঝখানে অট্টহাসি দেওয়ার কারণে সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী ১৫টি বাণী

(১) হযরত লোকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি এই পদ ও মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছেছেন? তিনি বললেন: সত্য বলা, আমানত পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া ও অহেতুক কথাবার্তা বলা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৫৮, ক্বওল নাম্বার: ৮৯২৫, আল্লাহ ওয়ালো কী বা'তে, ৬/৪৬২)

(২) ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কথা (কারো সংশোধনের জন্য) সবার সামনে বলা হয় সেটাকে ধমক দেওয়া হিসেবে গণ্য করা হয় আর যেই কথা (কারো সংশোধনের জন্য) একাকী বলা হয় সেটাকে আন্তরিকতা ও উপদেশ মনে করা হয়। (ইহইয়াউল উলুম, (উর্দু), ২/৬৫৯)

(৩) চারটি বিষয় চারটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় (১) " "চুপ থাকা" নিরাপত্তার দিকে (২) "নেকী" বুযুর্গীর দিকে (৩) "দানশীলতা" নেতৃত্বের দিকে আর (৪) "কৃতজ্ঞতা" নেয়ামত বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। (দ্বীন ও দুনিয়া কী আনুকী বা'তে, ১/৮৪)

(৪) মানুষের কথা বলা" তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক এবং তার বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে সুতরাং সেটাকে ভালো ও সামান্য কথা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো। (অর্থাৎ কথার দ্বারা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং কম কথা বলুন যাতে গোপন থাকে যে, কথা বলতে থাকার দ্বারা তার ভেতর লুকায়িত জ্ঞানের স্বল্পতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পেতে পারে)

(৫) মানুষ তার কথার মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে এবং নিজের কাজের দ্বারা প্রসিদ্ধি হয় সুতরাং সঠিক কথা বলো (আর শুধুমাত্র ভালো কাজ করো)।

www.dawateislami.net

(৬) যে নিজেকে নিজে চিনেছে, নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করে, অহেতুক কথায় লিপ্ত হয়ে পড়ে না এবং আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান হানি করে না তবে সে সর্বদা নিরাপদ থাকবে এবং তাকে কম লজ্জিত হতে হয়।

(৭) নিশ্চুপ থাকার অভ্যাস গড়ো এবং সত্যবাদী হয়ে থাকো কেননা নিশ্চুপ থাকাটা হেফাযতকারী এবং সত্যবাদীতা হলো সম্মান প্রদানকারী।

(৮) যে বেশি কথা বলে বুদ্ধিমান লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে আর তার থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

(৯) যে নিজের কথাবার্তায় সত্য বলে সে তার সচ্চরিত্র বৃদ্ধি পায়।

(১০) এমন নিরবতা যা দ্বারা প্রশান্তি নসীব হয় ঐ কথাবার্তা থেকে উত্তম যার কারণে লজ্জিত হতে হয়।

(১১) যে ব্যক্তি অনুচিত কথা বলে তাকে অপছন্দনীয় কথা শুনতে হয়।

(১২) জিহ্বার আঘাত তলোওয়ারের আঘাতের চেয়েও অধিক ভয়াবহ।

(১৩) মূর্খ ব্যক্তির অশ্লীল ও কষ্টদায়ক কথায় চুপ থাকাটা তার জন্য একটা যথার্থ জবাব এবং সেই জাহিলের জন্য খুব কষ্টের কারণ।

(১৪) জিহ্বা হলো এমন একটি তলোওয়ার যার আক্রমন থেকে বাঁচা সম্ভব নয় আর কথা হলো এমন এক তীর যেটাকে ফেরানো সম্ভব না।

(দ্বীন ও দুনিয়া কী আনুখী বা'তে, ১/৮৫-৮৮)

(১৫) কাউকে নিজের গোপন রহস্যের কথা বলো না কেননা যেই কথাটা দুই ঠোঁটের মাঝখানে মধ্যে নিরাপদ নয় তা কোথাও নিরাপদ হতে পারে না।

উপদেশ সম্বলিত ৫০টি অসাধারণ বিষয়

এই বিষয়গুলো সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি থেকে নিয়ে কিছু পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করা হলো)

(১) সুতা আর জিহ্বা সাধারণত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সুতরাং সুতাকে মুড়িয়ে রাখুন আর জিহ্বাকে সংযত রাখুন।

(২) সুগার (এর রোগ) মিষ্টি খাওয়ার কারণে হয়ে থাকে মিষ্টি বলার কারণে নয়।

(৩) যখন চাকু, ছুরি,, তীর এবং তলোওয়ার বসে বসে ভাবছিল যে, কে বেশি গভীর আঘাত করে করে তখন শব্দগুচ্ছ পেছনে বসে মুচকি হাসছিল। (অর্থাৎ মুখের শব্দের আঘাত সবচেয়ে বেশি গভীর আঘাত দিয়ে থাকে)

(৪) যেসব বিষয় নিয়ে মানুষ ঝগড়া করে মানুষ মণকে মণ মাটির নিচে শুয়ে যায় সেসব বিষয়ের উপর ধূলো ফেলেও পৃথিবীতে প্রশান্তিময় জীবনযাপন করা যায়।

(৫) ছুরি দিয়ে নয় বরং জিহ্বা দ্বারাও যবেহ করা যায়, শুধুমাত্র এগুলিই প্রাণ নাশ করে না, আচরণ (অর্থাৎ মানুষের কড়া কথাও) প্রাণ কেড়ে নেয়, নিশ্চয় গুলি ও ছুরি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ করে দেয় কিন্তু মানুষের মুখের কথার ক্ষত এবং ভাষার আঘাত গলায় ফাঁস হয়ে থাকে যা তাকে মরতেও দেয় না এবং বাঁচতে দেয় না।

(৬) তখন বলুন যখন আপনার কথা আপনার নিরবতার চেয়েও বেশি উপকারী ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।

(৭) তোতা পাখি মরিচ খাওয়ার পরও মিষ্টি মিষ্টি বলে অথচ মানুষ অনেক সময় মিষ্টি খাওয়ার পরও মিষ্টি কথা বলে না।

(৮) মিষ্টিভাষী লোকের “বিষ” ও বিক্রি হয় অথচ তিক্তভাষীর “মধু” ও বিক্রি হয় না।

(৯) যেমনিভাবে ফল ক্রয় করার সময় “মিষ্টি ফল” বাছায় করেন ঠিক তেমনিভাবে “মিষ্টি কথাও” বাছায় করুন।

(১০) যেমনিভাবে ছোট ছোট গর্ত বন্ধ কক্ষের মধ্যে সূর্য উদিত হওয়ার বিষয়টা জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে ছোট ছোট কথাও মানুষের কর্মকান্ডের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

(১১) নিশ্চয় কথারও গুরুত্ব থাকে কিন্তু অনেক সময় কথার ধরনের প্রভাব অনেক বেশি হয়ে থাকে।

(১২) সব সময় “মিষ্টি কথা” বলুন কখনো যদি সেটা ফিরিয়ে নিতে হয় তখন যেন “তিক্ত” না লাগ।

(১৩) কিছু প্রশ্নের উত্তর জিহ্বা নয় সময়ই বলে দেয় আর সময় যেই জবাব দেয় সেটা লা-জাওয়াব তথা বিস্ময়কর হয়ে থাকে।

(১৪) বলা হয়: সামান্য কথার দ্বারা সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলো অথচ ঐ “সামান্য কথার”পিছনে অনেক সময় “অনেক কথায়” হয়ে থাকে, আর ঐ সামান্য কথা প্রকৃত পক্ষে সহশীলতার চূড়ান্ত সোপান হয়ে থাকে।

(১৫) মানুষ তার জিহ্বার পেছনে লুকিয়ে আছে যদি তাকে বুঝতে হয় তাহলে তাকে বলতে দিন।

(১৬) শব্দের কোন দাঁত থাকে না কিন্তু সে কেটে ফেলে আর যখন সে কেটে দেয় সেটার ক্ষত সহজে পূর্ণ হয় না।

(১৭) অনেক মানুষ এত কোমল ভাষায় এমন কড়া কথা বলে যে সেই কথার প্রভাব দূর হতে (অর্থাৎ ভুলতে) সারা জীবন প্রয়োজন হয়।

(১৮) জ্ঞান বুদ্ধি কমে গেলে তো জিহ্বা লম্বা হয়ে যায়।

(১৯) যখন “মেশিন” এ মরিচা ধরে তখন সেটার যন্ত্রাংশগুলো শব্দ করে আর যখন “বিবেকে” মরিচা ধরে তখন জিহ্বা আজেবাজে কথা বলা শুরু করে দেয়।

(২০) ভেবে - চিন্তে বলুন কেননা আপনার কথা দ্বারা কারো হৃদয়ও ভাঙ্গতে পারে।

(২১) সুন্দরভাবে কথা বলার দ্বারা কথা বুঝে আসে এবং অন্তরে বসে যায়, কেননা অনেক সময় জাদু কথার মধ্যে কম এবং কথা বলার ধরনের মধ্যে অধিক হয়ে থাকে।।

(২২) সাধারণত বলতে তো সবাই পারে কিন্তু কারো মস্তিষ্ক কথা বলে আর কারো চরিত্র।

(২৩) “কথাবার্তা” এমন একটি আমল যার মাধ্যমে হয়তো মানুষ কারো “হৃদয়ে” জায়গা করে নেয় অথবা কারো “মন” থেকে বের হয়ে যায়।

(২৪) দুইটি মিষ্টি কথা নিষ্ঠাপূর্ণ ভাষা এবং আদব সম্পন্ন আচরণ যেকোনো ব্যক্তির মনকে সতেজ করতে পারে।

(২৫) তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে পূর্ণ বিষাক্ত ভাষা অনেক সময় কাউকে জীবিত অবস্থায় জীবন্ত লাশে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে।

(২৬-২৭) পুরো পৃথিবীর মধু জমা করে নিন কিন্তু ভাষার একটি “মিষ্টি কথা” ওই (পুরো পৃথিবীর মধুর) চেয়েও বেশি মিষ্টি হবে আর পৃথিবীর সমস্ত বিষ একত্রিত করুন কিন্তু আপনার মুখের একটি “তিক্ত কথার” বিষ পুরো দুনিয়ার সেই বিষ অপেক্ষাও অধিক বিষাক্ত হবে।

(২৮) নিজের জিহ্বাকে তিক্ত কথা থেকে বাঁচিয়ে রাখা অনেক বড় সফলতা।

(২৯) সুন্দর ও “মিষ্টি ভাষার” দ্বারা পুরো বিশ্বকে জয় করতে পারে।

(৩০) জিহ্বার সাইজ যদিও ছোট কিন্তু অনেক লোক এটাকে সামলাতে পারে না।

(৩১) শুধুমাত্র নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়ার মাধ্যমে অনেক বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে পারবেন।

(৩২) যদি কারো সংশোধন করতে হয় তবে নম্র ভাষা অবলম্বন করুন কেননা নম্র ভাষা সংশোধনের স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে যেখানে কঠোর মনোভাব জেদ সৃষ্টি করে।

(৩৩) কিছু কথার উত্তর হলো শুধুমাত্র নিরবতা আর নিশ্চুপ থাকাটা অনেক সুন্দর একটি জবাব।

(৩৪) পাখি তার পা আর মানুষ তার মুখের কারণে জালে ফেঁসে যায়।

(৩৫) কথাবার্তার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করুন কেননা কথার চেয়ে কথা বলার ধরন অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(৩৬) চামচ নাপাক হলে অল্প কিছু পানি দিয়ে সেটাকে পবিত্র করা যায় আর যদি মুখ নাপাক হয়ে যায় সেটাকে সাত সমুদ্রের পানি দিয়েও পবিত্র করা যাবে না।

(৩৭) যদি কেউ খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয় তখন সেটার চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু কেউ যদি কানে বিষ প্রয়োগ করে সেটার চিকিৎসা করা অনেক কঠিন হয়ে যায়।

(৩৮) নিজের জিহ্বা দ্বারা মুসলমানদেরকে সালাম দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন এর দ্বারা বন্ধুত্ব বাড়ে আর শত্রুতা কমে।

(৩৯) বাচ্চাদের মুখ অনেক সময় মানুষের ভালো ও মন্দ স্বভাবের রহস্য উন্মোচন করে দেয়।

(৪০) সব সময় ছোট ছোট কথার মধ্যেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কেননা মানুষ পাহাড়ের সাথে নয় বরং পাথরের সাথেও হোঁচট খেয়ে থাকে।

(৪১) কুধারণা ও মন্দ কথা দুইটি এমন দোষ যেগুলো মানুষের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে ক্ষতিতে রূপান্তর করতে পারে।

(৪২) ছোট ছোট বিষয়ে খেয়াল রাখার দ্বারা বেশি বেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

(৪৩) মুখকে সংযত করুন اِنْ شَآءَ الله সম্মান পাবেন তা না হলে অন্যান্য অপমানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকুন।

(৪৪) আওয়াজ উঁচ করার পরিবর্তে নিজের দলিল তথা যোগ্যতাকে উচু করুন, ফুল ফোটে বৃষ্টিতে, মেঘের গর্জনে নয়।

(৪৫) একবারের একটি মিথ্যা আপনার চিরন্তন সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

(৪৬) বিবেকবান লোক ততক্ষণ পর্যন্ত বলে না যতক্ষণ সকলে চুপ হয়ে না যায়।

(৪৭) খারাপ কথা শুনে হতাশ হবেন না, খেলোয়াড়রা নয়, দর্শকরাই চেচামেচি করে।

(৪৮) কাউকে চার পয়সা দিয়ে খুশি করতে পারবেন না সুতরাং দুইটি "মিষ্টি" কথা বলে খুশি করুন।

(৪৯) মানুষের সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করুন اِنْ شَآءَ الله হৃদয়ে আপনার জন্য সর্বদা সম্মান থাকবে।

(৫০) আমার দোষ আমার সংশোধনের নিয়তে আমাকেই বলুন, আমার অন্য কোন শাখা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৯টি আরবী প্রবাদ

(১) خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ (সর্বোত্তম কথা হলো সেটা যেটা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্য বহুল হয়ে থাকে)

(২) عَيْبُ الْكَلَامِ تَطْوِيْلُهٗ (কথাবার্তা অর্থাৎ বিনা কারণে কথা দীর্ঘায়িত করা এটা কথার দোষ-ত্রুটি)

(৩) بَلَاءُ الْاِنْسَانِ مِنَ اللِّسَانِ (মানুষের উপর বিপদ জিহ্বার কারণে এসে থাকে)

(৪) لِسَانُكَ دَاءٌ مَالَهٗ دَوَاءٌ (তোমার জিহ্বার ভুল ব্যবহার এমন একটি রোগ যার কোন ঔষধ নেই)

(৫) لَا تُكْثِرْ كَلَامَكَ فَيَقِلَّ مَقَامُكَ (অতিরিক্ত কথাবার্তা বলো না তোমার সম্মান ও মর্যাদা কমে যাবে)

(৬) حِفْظُ اللِّسَانِ سَلَامَةُ الْاِنْسَانِ (জিহ্বার হেফাযতের মধ্যেই মানুষের নিরাপত্তা রয়েছে)

(৭) يَمُوْتُ الْفَتٰى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهٖ وَ لَيْسَ يَمُوْتُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ (যুবক তার জিহ্বার পদস্খলনের কারণে মারা যায়, পায়ের পদস্খলনের দ্বারা নয়)

(৮) خَيْرُ الْخِلَالِ حِفْظُ اللِّسَانِ (জিহ্বার হেফাযত হলো সর্বোত্তম চরিত্র ও অভ্যাস)

(৯) صَدْرُكَ اَوْسَعُ لِسِرِّكَ (তোমার বক্ষ তোমার গোপন রহস্যের জন্য প্রশস্ত স্থান সুতরাং নিজের দুর্বলতার কথা কাউকে বলো না)

(১০) مَا اَصْغَرَ اللِّسَانَ وَمَا اَكْثَرَ نَفْعَهٗ وَضَرَرَهٗ (জিহ্বা কতোই না ছোট কিন্তু সেটার উপকার ও ক্ষতি বেশি হয়ে থাকে)

(১১) جُرْحُ اللِّسَانِ اَنْكٰى مِنْ جُرْحِ السِّهَامِ (জিহ্বার আঘাত তীরের আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক হয়)

(১২) مَنْ حَفِظَ لِسَانَهٗ نَجَا مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ (যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করতে পেরেছে সে (অনেক) অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছে)

(১৩) لَا تَتْرُكْ لِسَانَكَ يَقْطَعُ عُنُقَكَ (নিজের জিহ্বাকে এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিও না যে তোমার গর্দান কাটা পড়ে)

(১৪) مَنْ كَثُرَ كَلَامُهٗ قَلَّ فِعْلُهٗ (যার কথা বেশি হয় তার কাজ কম হয়)

(১৫) مَنْ كَثُرَ كَلَامُهٗ كَثُرَ مَلَامُهٗ (যে ব্যক্তি অধিক কথাবার্তা বলে তাকে অধিক লজ্জিত হতে হয়)

(১৬) مَنْ عَذُبَ لِسَانُهٗ كَثُرَ اِخْوَانُهٗ (যার মুখের ভাষা মিষ্টি তার বন্ধু বেশি থাকে)

(১৭) اَللِّسَانُ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (কল্যাণ আর অমঙ্গলের চাবি হলো জিহ্বা)

(১৮) اَلْحَرْبُ اَوَّلُهَا كَلَامٌ (ঝগড়ার সূচনা কথার দ্বারাই হয়ে থাকে)

(১৯) لِيْنُ الْكَلَامِ قَيْدُ الْقُلُوْبِ (নম্র ভাষা হৃদয় কেড়ে নেয়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১১টি কথোপকথন

বাগধারা: অর্থাৎ ওই শব্দাবলী যেগুলো ভাষাবিদরা আভিধানিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক বা না হোক সেটাকে কোন নির্দিষ্ট অর্থের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন)

(১) ভাষা পরিবর্তন করার চেয়ে গলি বদলানো উত্তম (অর্থাৎ ওয়াদা পালন করতে না পারার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উত্তম) ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য জীবন বাজি রাখা)

(২) মুখের উপর মাথা রাখা (অর্থাৎ ওয়াদা পূরণ করার জন্য জীবনবাজি দেয়া)

(৩) মুখ থেকে ফুল ঝরা (অর্থাৎ খুব মিষ্টি কথা বলা)

(৪) মুখ কাঁচির মতো ব্যবহার করা। (অর্থাৎ অনেক দ্রুততার সাথে কথাবার্তা বলা)

(৫) মুখে লাগাম দাও (অর্থাৎ ভেবে চিন্তে কথা বলো)

(৬) জিহ্বা নড়াচড়া করার দ্বারা কাজ হয়ে থাকে (অর্থাৎ বলা, শুনার দ্বারা কাজ হয়ে থাকে। আর সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়)

(৭) প্রথমে ওজন করো তারপর বলো (অর্থাৎ প্রথমে চিন্তা ভাবনা করে নাও, কথা বলা উচিত হলে বলো অন্যথায় চুপ থাকো)

(৮) (এক চুপ শত সুখ) (অর্থাৎ চুপ থাকার মধ্যে শান্তিই শান্তি।)

(৯) এক চুপ শতজনকে পরাজিত করে। (অর্থাৎ যারা চুপ থাকে তারা সফল হয়।)

(১০) যেই কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে নিরাপদ থাকতে পারে না সেটা অন্য কোথাও নিরাপদ থাকে না (অর্থাৎ কাউকে গোপন কথা বলে এই আশা রাখা অনর্থক যে, সে অন্য কাউকে বলবে না)

(১১) মুখের ভাষার মধ্যে চুলকানী হওয়া। (অর্থাৎ তুই তুই আমি আমি তথা ঝগড়া করতে চাওয়া)

গুনাহের অভ্যাস থেকে তাওবা নসীব হয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয় কথাবার্তাও একটি আমল। যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তো সাওয়াব, গুনাহপূর্ণ হলে তো শাস্তি, আর অশ্লীল কথাবার্তা হলে তো আখিরাতে হিসাব দিতে হবে। এসব বিষয়ে জানতে ও আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণ শিখা ও শেখানোর কাফেলায় সফর করা অত্যন্ত উপকারী। একটি

"মাদানী বাহার" পেশ করছিঃ করাচির লাইনস এলাকার এক যুবক দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে গুনাহভরা জীবন অতিবাহিত করছিল। মিথ্যা বলা, মা-বাবার নাফরমানী করা, কথায় কথায় রাগ করা, নাজায়িয আংটি ও ব্রেসলেট পরিধান করা এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখ লম্বা করে রাখা ইত্যাদি তার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের বুঝানো সত্ত্বেও কোন উপকার হয়নি। অবশেষে এক ইসলামী ভাইয়ের একক প্রচেষ্টার বরকতে তার দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা ও শেখানোর তিনদিনের কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হলো, কাফেলার বরকত প্রকাশ পেল সে মিথ্যা বলার নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে তাওবা করল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বর্ধিত নখ যা নিষেধ করা সত্ত্বেও কাটত না সেটা কাফেলার মধ্যেই কেটে ফেলল। আরো প্রকাশিত হলো যে, সে নিজের বদ অভ্যাস থেকে তাওবা করে ভালো ভালো নিয়্যত করল যে, মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদেরকে সন্তুষ্টি করবো, নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করব, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্বয়ং নিজেও কাজ করব এবং অন্যদেরকেও দাওয়াত দিব।

হে আশিকানে রাসূল! এই মাদানী বাহারে আপনারা শুনেছেন যে, ওই যুবক ইসলামী ভাই "নাজায়িয আংটি ও ব্রেসলেট পরিধান করত" এই প্রসঙ্গে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "রফিকুল হারামাঈন" এর ৮২ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ ইসলামী ভাই যখন আংটি পরিধান করে তখন যেন সেটা শুধুমাত্র রুপার তৈরী সাড়ে চার মার্শা (অর্থাৎ ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) এর ওজনের একটি আংটিই পরিধান করে, একটির চেয়ে বেশি পড়বে না, আর ঐ একটি আংটিতে পাথরও যেন একটিই হয়, একের চেয়ে অধিক পাথর যেন না হয়, আবার পাথর বিহীন আংটিও পড়বে না। আংটির ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, রুপার বা অন্য কোন ধাতুর রিং (মদীনা শরীফেরই হোক না

www.dawateislami.net

কেন) বা রুপার বর্নিত ওজন ইত্যাদি ব্যতীত কোন ধাতু (ধাতু (METAL) যেমন: স্বর্ণ, তামা, লোহা, পিতল, স্টীল ইত্যাদি) আংটি পড়তে পারবে না। স্বর্ণ রূপা বা অন্য কোন ধাতুর চেইন গলায় পরিধান করা গুনাহ। অতএব বর্ণনাকৃত মাদানী বাহারে এটাও ছিল যে, ওই যুবক কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ অনেক বড় করত, এই বিষয়ে শরয়ী মাসআলা হলো এটি যে "চল্লিশদিনের চেয়ে বেশি নখ বা বগলের পশম, বা নাভির নিচের পশম রাখার অনুমতি নেই, চল্লিশ দিনের পর রাখার দ্বারা গুনাহগার হবে, এক অর্ধবার করার দ্বারা সগিরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) হবে, অভ্যাসটা নিয়মিত করার দ্বারা কবিরা গুনাহ (বড় গুনাহ) হয়ে যাবে, দুস্কৃতি হবে।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬৭৮)

سنّتیں سیکھنے تین دن کیلئے
ہر مہینے چلیں قافلے میں چلو

সুন্নাতে শিখনে তিন দিন কেলিয়ে
হার মাহিনে চলেঁ কাফেলা ম্যা চলো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬৭০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হে মুস্তফার পালনকর্তা! আমাদেরকে কথা বলার আদবের উপর আমল করার তাওফিক দান করো এবং আমাদের মুখ দিয়ে যেন কখনো তোমার অসন্তুষ্টমূলক কথা যেন বের না হয়।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুম প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল: আমি খুব কঠিন বিপদের মধ্যে পড়লাম, মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তরও আমার মনে পড়ছে না, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, হয়তো আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি! ইতিমধ্যে আওয়াজ আসল: "দুনিয়াতে জিহ্বা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।" এখন আযাবের ফেরেশতারা আমার দিকে অগ্রসর হলো। ইতিমধ্যে আমি একটি খুব সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আমার ও আমার আযাবের মাঝখানে অন্তরাল হয়ে গেল আর তিনি আমাকে মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তরগুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন আর আমি ওইভাবে উত্তর দিয়ে দিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার কাছ থেকে আযাব দূরীভূত হয়ে গেল। আমি ওই বুযুর্গকে বললাম: আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক আপনি কে? বলল: "তোমার অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়ার বরকতে আমি সৃষ্টি হয়েছি এবং আমাকে প্রতিটি বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।" (ক্বওলুল বদী, পৃ: ২৬০)

آپ کا نام نامی اے صلِّ علیٰ
ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا

আপ কা নামে নামী আয় সাল্লে আলা
হার জাগা হার মুসিবত ম্যা কাম আ গেয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দেশে দূর্ভাগ্যক্রমে চুপ থাকা ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম পাওয়া যায়। অনেকের মুখ তো সারাদিন চলতে থাকে, শুধুমাত্র ঘুমানোর সময় মুখকে কিছুটা আরাম দেয় আর অনেক সময় তো ঘুমের মধ্যেও কথাবার্তা বলতে থাকে! যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে অনেক সময় তার মুখ দিয়ে মিথ্যাও বের হয়ে যায়, গীবতও হতে পারে, চুগলখোরী করতে পারে, রহস্যও ফাঁস হয়ে যায়, মানুষের মনেকষ্টও দিতে পারে, প্রতিটি কথাকে কাঁচির মত কাটতে থাকার কারণে নিজের সম্মানও হারিয়ে বসে, অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, বলার পর নিরব ও অনুশোচনা করতে হয়, অতঃপর বাচাল ব্যক্তির "বক বক" করার দ্বারা অন্যাদেরও কষ্ট হয়, মানুষ বিরক্ত হয়ে ওই ব্যক্তি থেকে দূরে সরে যায়। মোটকথা বেশি কথা বলার মধ্যে অসংখ্য ক্ষতি রয়েছে। এজন্য তো কেউ বলেছে "না বলার মধ্যে (অর্থাৎ না বলার মধ্যে ৯টি গুণ) কেননা নিরবতা মানুষকে অনেক বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ রাখে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অপ্রয়োজনে কথা বলা থেকে হেফাযত করুক এবং জিহ্বার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূচীপত্র

দোয়ায়ে আত্তার! ১
দরূদ শরীফের ফযীলত..১
অহেতুক কথাবার্তার ব্যাপারে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী ২
অশালীন ভাষা একটি মারাত্মক ব্যাধি ২
কুকুরের আকৃতি ধারণকারী ৩
অশ্লীল কথার সংজ্ঞা ৩
উত্তম কথা বলার ৮টি মাদানী ফুল.......................................৪
দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী ১৫টি বাণী.................................. ৬
উপদেশ সম্বলিত ৫০টি অসাধারণ বিষয় ৮
১৯টি আরবী প্রবাদ...১৩
১১টি কথোপকথন...১৪
গুনাহের অভ্যাস থেকে তাওবা নসীব হয়েছে...............................১৫
অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া কাজে এসে গেল ১৮

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

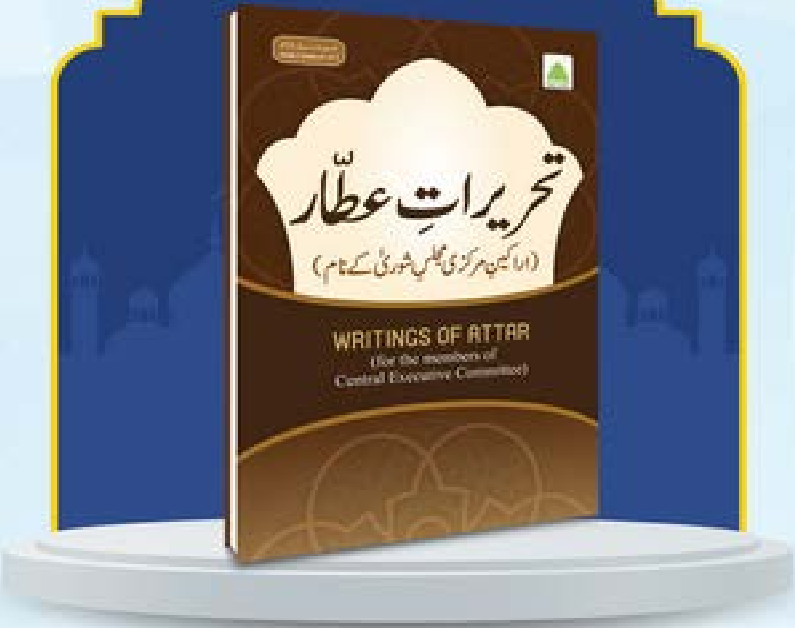

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net